মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৫৯২

পর্ব-১১: হজ্জ (كتاب المناسك)

পরিচ্ছেদঃ ৪. প্রথম অনুচ্ছেদ - ‘আরাফায় অবস্থান প্রসঙ্গে

بَابُ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ

আরবী

عَن محمدِ بن أبي بكرٍ الثَقَفيُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلَا يُنكَرُ عَلَيْهِ

বাংলা

২৫৯২-[১] মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বকর আস্ সাক্বাফী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি একবার আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তখন তারা উভয়ে মিনা হতে সকালে ’আরাফাতের দিকে যাচ্ছিলেন। আপনারা এ ’আরাফার দিনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কি করতেন? তখন তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে যারা তালবিয়াহ্ পাঠ করার পাঠ করতো, এজন্যে তাদের তা হতে নিষেধ করা হতো না এবং যারা তাকবীর ধ্বনি দিতো এতেও নিষেধ করা হতো না। (বুখারী ও মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ১৬৫৯, মুসলিম ১২৮৫, মুয়াত্ত্বা মালিক ১২১৪, আহমাদ ১৩৫২১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬২৭১, ইবনু হিব্বান ৩৮৪৭।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসটিতে মীনা হতে ‘আরাফাহ্ গমনের পথে তালবিয়াহ্ ও তাকবীর পাঠ করা বৈধ হওয়ার দলীল। যদি কেউ ‘আরাফাহ্ গমনের পথে তালবিয়াহ্ অথবা তাকবীর পাঠ করে তবে তার বৈধতা রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেও সাহাবীগণ পাঠ করেছিলেন। তিনি অস্বীকৃতি জানাননি। তাঁর চুপ থাকা স্বীকৃতির পরিচায়ক। আর সাহাবীগণও পরস্পর পরস্পরকে এ ব্যাপারে দোষারোপ করেননি। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, মীনা হতে ‘আরাফাহ্ গমনের পথে তালবিয়াহ্ এবং তাকবীর পাঠ করা মুস্তাহাব হওয়ার

ব্যাপারে হাদীসটি দলীল।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, অন্যান্য যিকিরের ন্যায় তাকবীর পড়ার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু ‘আরাফার দিন তাকবীর পাঠ করা হাজীদের সুন্নাত নয়, বরং সুন্নাত হচ্ছে কুরবানীর দিন জামারাতুল ‘আক্বাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ পর্যন্তও সময় তালবিয়াহ্ পাঠ করা।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=57152

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন